চিকনমিয়া কেন চিকনমিয়া হল?

একজন লোক পার্কের বেঞ্চে বসে আছে। সবাই হৈ হুল্লোড় করছে। ঠাণ্ডামিঠাই হাওয়ার মিঠাই খাচ্ছে। লোকটা তার কিছুই করছেনা। গম্ভীর হয়ে সামনে তাকিয়ে আছে। কি দেখছে তা সে নিজে জানে। আমি জানিনা। জানার জন্য আস্তেধীরে হেটে তার নিকটবর্তী হয়ে সালাম করে বললাম, 'ভাইজান কি দেখছেন'?

'না কিছু না'। লোক গুরুগম্ভীর সুরে জবাব দিলেন।

'আজ প্রচন্ড গরম পড়েছে তাইনা ভাইজান?'

'তাই নাকি'! উনি অবাক হয়ে জবাব দিলেন।

'আমার খুব গরম লাগছে। ঠাণ্ডামিঠাই খাবেন'?

'জি না আমি ঠাণ্ডা মিঠাই খাইনা। কাশি হয়। চা খাইতে চাই। কিন্তু সবাই কয় চা নাকি পান করতে হয়! তাই আমি আর চা খাইনা'।

'কপি খাবেন'?

'ছোটকালে শুনেছিলাম, কপি নাকি চা'র চাচাতভাই'।

চিকনমিয়া কেন চিকনমিয়া হল?

‘চার চাচাতভাইকে খাবেন কেমন করে’! আমি অবাক হয়ে বললাম।

‘চার চাচাতভাইর কথা আমি বলিনি। আমি বলেছিলাম কপি হল চা পাতার চাচাতভাই। এখন বুঝেছেন না সিলট যাইবেন’?

‘না ভাইজান সিলট যাব কেন? আমি থোড়া রসিকতা করেছিলাম। রাগ কইরেন্না’।

‘আর না, আমি আজ কাল রাগ করিনা। দিনে দিনে চিকন হচ্ছিতো। তাই আমার রাগ জল হয়ে গোসার সাগরে ভেসে যাচ্ছে’।

‘ভাইজান, কথাখান বুঝলামনা’? আমি হতবাক হয়ে বললাম।

‘জীবন কঠিন হচ্ছে। মন নীরস হতে শুরু করেছে। কারু সাথে কথা বললে মন আড়ষ্ট হয়ে যায়। মনের কথা খুলে কারু কাছে আজ কাল আর বলা যায়না। তাই ভাবছি কি করা যায়’?

‘কি আর করা’! আমি হতাশ হয়ে বললাম।

‘বহুরূপী হতে হবে। বহুরূপী হলে তাল মিলিয়ে সবার সাথে টক্কর দেওয়া যাবে। মন কত কথা বলতে চায় কিন্তু বলতে পারিনা। কখনও ভয় হয়। কখনও লজ্জা পাই। কখনও বলতে চেয়ে বলতে পারিনা। আইচ্ছা ভাইজান, আঁই অহন উঠলাম। কাইল আবার আমু। আফনে আইবনেন্নি? ভালা থাকবা। আঁর জন্যে থোড়া দোয়া কইরেন। আল্লাহ হাফেজ’। বলে উনি দাঁড়িয়ে শিষ দিতে দিতে চলে গেলেন।